সংশোধিত

সুন্দর আচরণ

میٹھے بول کا بنگلہ ترجمہ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে
ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী
দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

সুন্দর আচরণ

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০১৯২০-০৭৮৫১৭

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০১৭১২-৬৭১৪৪৬

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩-৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সুন্দর আচরণ

সম্ভবত শয়তান আপনাকে এ বয়ানটি সম্পূর্ণ পড়তে দেবে না। কিন্তু আপনি শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিন

কবর আযাবের একটি কারণ

'আল কাওলুল বদী' কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমি আমার এক মৃত প্রতিবেশীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বল্লো, আমি ভীষণ ভয়ের সম্মুখীন হই। এমন কী মুনকার নকীর ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জওয়াবও আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম, সম্ভবত আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি।

মা.....দীনা

রবিউন নূর শরীফ ১৪৩০ হিজরি মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজী বাবুল মাদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত কুরআন সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে পাঠক সমীপে পেশ করা হলো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

এমন সময় আওয়াজ এল, দুনিয়াতে জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণেই তোমার উপর এ নির্মম শাস্তি হতে যাচ্ছে। আযাবের ফিরিশতারা আমার দিকে এগিয়ে এল। এমনি সময় রূপ মাধুরীতে অপূর্ব, আতর গোলাপে সৌরভিত এক বুজুর্গ আমার এবং শাস্তির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে মুনকার নকীরের প্রশ্নের জাওয়াব স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁর শেখানো জবাব মতে মুনকার নকীরের প্রশ্নের জওয়াব দেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শাস্তি থেকে আমি রেহাই পেয়ে যাই। আমি ঐ বুজুর্গকে বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি সদয় হোন। আপনি কে? তিনি বললেন, তোমার অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠের বরকতেই সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার প্রতিটি বিপদাপদে সাহায্য করার জন্যই আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। (আল কাওলুল বদী, পৃ-২৬০, মুয়াচ্ছাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

"আপকা নামে নামী আয় সাল্লি আলা,
হার জাগা, হার মসিবত মে কাম আগায়া।"

سُبْحٰنَ الله অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠের বরকতে মৃত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য যখন কবরে ফিরিশতা চলে আসে, তাহলে ফিরিশতাদের আকা ও নবী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় উম্মতদের সাহায্যার্থে তাদের কবরে কেন আসবেন না?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

কোন কবি যথার্থই বলেছেন,

“মে গোরে আন্ধেরী মে ঘাবরায়োগা তানহা,
ইমদাদ মেরি করনে আযানা মেরে আকা।
রওশন মেরি তোরবাত কো লিল্লাহ শাহা করনা,
যব নাযা কা ওয়াক্ত আয়ে দিদার আতা করনা।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

খোরাসানের এক বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দা’ওয়াত দেয়ার জন্যে। তখন তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘপথ সফর করে তাগোদার খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বলল, ‘মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। তাই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এরশাদ করলেন, “আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কেননা সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। যেহেতু সে মুবাল্লিগ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছিলেন একজন আমলদার, ছিলেন গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ পুত:পবিত্র এবং জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল রাখতেন। তাই তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুখ থেকে নির্গত মধুর কথা শিক্ষার লক্ষভেদী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার জবাবে সে আমলদার মুবাল্লিগের মুখ থেকে মিষ্ট মধুর কথা শুনতে পেলেন এবং তার বিষাক্ত কাটার জবাবে ওই মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগুদারখান অত্যন্ত নম্র ভাষায় সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার মেহমান। আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার প্রতিদিন রাতে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে মূল্যবান উপদেশবানী শুনতে থাকেন। সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদারের অন্তরে মাদানী ইনকিলাব ছড়িয়ে পড়ল। তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

ফলে যে তাগোদার গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি আজ ইসলামের একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে তাগোদার খান তাঁর সমস্ত তাতার সম্প্রদায় সহ মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী একজন মুবাল্লিগের সুন্দর কথার বরকতে মধ্য এশিয়ার রক্ত পিপাসু তাতারী রাজত্ব ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করে দিন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মধুর ভাষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো? মুবাল্লিগ হলে এমনি হওয়া চাই। যদি তগোদারের কঠিন কথায় সে বুজুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ক্ষুদ্ধ হয়ে পড়তেন। তাহলে কখনো এ মাদানী ফলের আশা করা যেত না। তাই যে যতই আমাদেরকে কটাক্ষ করুক না কেন। আমরা কখনো ধৈর্যচ্যুত হব না। সর্বদা স্বীয় মুখকে সংযত রাখব। কেননা জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় ভাল কাজও তছনছ হয়ে যায়। মিষ্টি মুখের মধুর কথাই তো তাগোদার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

খানের মত একজন নরপিশাচ ও রক্ত পিপাসুকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে।

"হে ফালাহ অ কামরানি নরমি ও আসানি মে,
হার বনা কাম বিগাড় যাতা হে নাদানি মে।"

গোশতের একটি ছোট্ট টুকরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে দেখতে যদিও গোশতের একটি ছোট্ট টুকরা মনে হয়, কিন্তু আসলে তা মহান আল্লাহ তাআলার এক মহান নিয়ামত। সে নেয়ামতের গুরুত্ব কতটুকু তা একমাত্র বোবা ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারে। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে, আবার এর ভূল ব্যবহার তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। যদি কোন কট্টর কাফিরও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ পাঠ করে তাহলে কুফর ও শিরকের যাবতীয় পাপ থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত এ কালিমা তাইয়্যেবা তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের মলিনতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত এ পবিত্র কালেমার বরকতে সে সদ্য প্রসুত শিশুর মত নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে যায়, এ মহান মাদানী ইনকিলাব তার মধ্যে আসে কেবলমাত্র অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুখে উচ্চারিত সে সুমহান কালেমা শরীফের বদৌলতেই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

প্রতিটি কথায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হায়! আমরাও যদি জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করতে জানতাম। আল্লাহ ও রাসূল عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা মোতাবেক যদি আমরা জিহ্বাকে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে নি:সন্দেহে জান্নাতে আমাদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হবে। যদি জিহ্বা দ্বারা আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি, আল্লাহর যিকির করি, দুরূদ ও সালাম পাঠ করি বেশী বেশী নেকীর দা'ওয়াত দিই। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা প্রচুর লাভবান হব। "মুকাশাফাতুল কুলুব" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে সৎ কাজের আদেশ আর খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে তার আমল নামায় এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেই এবং তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৪৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আশেকানে রাসূলদের সুন্দর ভাষার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ কাজের আদেশ, গুনাহ থেকে বাধা প্রদান এবং এসব কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারো ওপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে সাওয়াব অর্জনের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, যাকে বুঝাবেন সে তা পালন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আর পালন না করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। বরং সে তা পালন না করলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি তাতে সাওয়াব পাবেন। আর যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশের বদৌলতে কেউ গুনাহ থেকে তওবা করে সৎ পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতে ভরা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনিও প্রচুর লাভবান হবেন। আসুন এ প্রসঙ্গে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শুনাই।

পাঞ্জাব প্রদেশের কুসুর শহরের জনৈক ইসলামী ভাইয়ের লেখা একটি চিঠি তাঁরই ভাষায় তুলে ধরছি। তিনি লিখেন, আমি ছিলাম এসএসসির ছাত্র। খারাপ সংস্পর্শের কারণে আমার অতীত জীবন পাপের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। আমার মেজাজ ছিল সীমাহীন খিটখিটে প্রকৃতির। আমার মধ্যে বেয়াদবির সীমা এত চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, পিতা মাতাতো দূরের কথা দাদা দাদীর সামনেও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আমি দ্বিধাবোধ করতাম না। অর্থাৎ আমার জিহ্বা কেচির মত চলত। একদিন কুরআন সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাফিলা আমাদের মহল্লার মসজিদে আসে। আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিল, আমি আশেকানে রাসূলদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য মসজিদে যাই। এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে দরসে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। তার সুন্দর কথা আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে, আমি তার সাথে দরসে বসে পড়ি। দরসের পর তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসার সাথে বল্লেন, কয়েকদিন পর সাহারায়ে মাদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে। তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার প্রতিও দাওয়াত রইল। তাঁর দরস আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে, আমি তাকে না বলতে পারলাম না। অবশেষে আমি সাহারায়ে মাদীনা মুলতানের সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করি। সেখানকার নুরানিয়্যাত ও বরকত দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। ইজতিমার শেষ দিনের বয়ান গান বাজনার ভয়াবহতা শুনে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমার মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহ থেকে তওবা করে নেই এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। মাদানী মহলের সাথে আমার সম্পৃক্ততা দেখে আমার পরিবারের সদস্যরা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের বরকতে আমার মত একজন দুশ্চরিত্র ও বিপথগামী যুবকের মধ্যে পরিবর্তন ও মাদানী ইনকিলাব দেখে আমার বড় ভাইও দাড়ি রেখে দেন এবং সবুজ পাগড়ীর তাজ দ্বারা তাঁর মাথা সজ্জিত করে নেন। আমার একমাত্র বোনও اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী বোরকা পরিধান করা শুরু করে দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার পরিবারের সকল সদস্য সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রজবীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গাউসুল আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরিদ হয়ে যান। আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশকারী সে ইসলামী ভাইয়ের সুন্দর কথার বরকতে আমার প্রতি মহান আল্লাহ তাআলার এমন অনুগ্রহ হয় যে, আমি পবিত্র কুরআন মুখস্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। দরসে নিজামির আলিম কোর্সেও আমি ভর্তি হই। বর্তমানে আমি তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি একজন এলাকার কাফিলা যিম্মাদার। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১৪২৭ হিঃ শাবান মাস থেকে আমি একাধারে ১২ মাসের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করারও ইচ্ছা পোষণ করছি।

"দিল পে গর জং হো, ঘর কা ঘর তঙ হো,
হোগা সব কা ভালা, কাফেলে মে চলো।
এয়ছা ফয়জান হো, হিফজে কুরআন হো,
করকে হিম্মাত যারা, কাফেলে মে চলো।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাগফিরাতের সুসংবাদ

জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করুন এবং অশেষ সাওয়াব অর্জন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

করুন। তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ একটি হাদীসে কুদসীটি বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি একবার بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم কে সুরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করল (অর্থাৎ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করল) তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, তার সমস্ত নেকি কবুল করলাম, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম, তার জিহ্বাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবো না, তাকে কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, কিয়ামতের আজাব এবং প্রচন্ড ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দান করব। (রুহুল বয়ান, খন্ড-১ম, পৃ-৯, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত) بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم কে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে পাঠ করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِىۡ مِلۡ حَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ুন।

হুর লাভের আমল

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বাকে সামান্য চালিয়ে اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰهَ الۡعَظِيۡم পড়ে নিন এবং জান্নাতের হুর লাভ করুন। "রওজুর রায়াহিন" নামক কিতাবে বর্নিত আছে, জনৈক বুজুর্গ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন ছিলেন। একদা তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনার দয়ায় আমি জান্নাতে যা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কিছু লাভ করব তার কিছু নমুনা আপনি এ দুনিয়াতে দেখিয়ে দিন। তিনি তখনো দোয়া শেষ করেন নি, হঠাৎ মিহরাব ভেদ করে এক অপূর্ব, সুন্দরী রূপসী হুর তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলল, আমার মত একশ হুর জান্নাতে আপনাকে দান করা হবে। যাদের প্রত্যেকের থাকবে শত শত সেবিকা, প্রত্যেক সেবিকার থাকবে শত শত দাসী আর প্রত্যেক দাসীর থাকবে শত শত পরিচারিকা। জান্নাতী হুরের মুখে এ কথা শুনে সে বুজুর্গ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং হুরকে জিজ্ঞাস করলেন, জান্নাতে কাউকে আমার চেয়েও কি বেশী প্রদান করা হবে? সে জবাবে বলল বর্ণিত সংখ্যক হুরতো এমন প্রত্যেক সাধারণ জান্নাতীই লাভ করবেন, যারা সকাল সন্ধ্যা اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم পাঠ করতে থাকে। (রওজুর রায়াহিন, পৃ-৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

দেওয়ানা হয়ে যান

জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে রত রাখুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার গড়ে তুলুন। মাদীনার তাজেদার, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তোমরা এত অধিক হারে আল্লাহর জিকির করতে থাকো, যাতে লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলতে থাকে। (আল মুস্তাদারিক লিল হাকিম, খন্ড-২য়, পৃ-১৭৩, হাদীস নং-১৮৮২, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, তোমরা এত বেশী করে আল্লাহর জিকির করতে থাকো,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

যাতে মুনাফিকরা তোমাদেরকে রিয়াকার বলতে থাকে। (আল মুজামুল কবির লিত তাবরানি, খন্ড-১২শ, পৃ-১৩১, হাদীস নং-১২৭৮৬, দারে ইয়াহিয়ায়ে তারাসিল আরবী, বৈরুত)

বৃক্ষ রোপন করছি

আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে জিহ্বার কত সুন্দর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তা আপনিও একটু জেনে নিন এবং আনন্দে উদ্বেলিত হোন। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখতে পেলেন। আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তখন গাছের একটি চারা লাগাচ্ছিল। রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাস করলেন, “হে আবু হুরায়রা! কি করছো? আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জবাব দিলেন, “বৃক্ষ রোপন করছি, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম বৃক্ষ রোপনের কথা বলবো না? তুমি যদি سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَر পাঠ কর, তাহলে প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে তোমার জন্য জান্নাতে এক একটি বৃক্ষ রোপিত হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাযাহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৫২, হাদীস নং-৩৮০৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য হাদীসে চারটি কালেমা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) سُبْحٰنَ الله (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰه (৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا الله (৪) اَللّٰهُ اَكْبَر এ চারটি কালেমা পাঠ করলে জান্নাতে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হবে। আর যদি এর চেয়ে কম পাঠ করে তাহলে বৃক্ষও কম রোপন করা হবে। যেমন কেউ শুধুমাত্র سُبْحٰنَ الله পাঠ করল তাহলে তার জন্য একটি বৃক্ষই রোপন করা হবে। তাই উপরোক্ত কালেমাগুলো পাঠে জিহ্বাকে সর্বদা রত রাখুন এবং জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপন করতে থাকুন।

عمر را ضائع مکن در گفتگو
ذِکرِ او کُن ذِکرِ او کُن ذکرِ اُو

উমর রা যায়ে' মকুন দর গুপ্তগো
যিকরে উওকুন, যিকরে উওকুন, যিকরে উও,

অর্থাৎ ফালতু কথাবার্তাতে তোমার জীবন নষ্ট করো না। সর্বদা আল্লাহর জিকিরে রত থাকো, আল্লাহর জিকিরে রত থাকো, আল্লাহর জিকিরে রত থাকো।

৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে

জিহ্বার ব্যবহার সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে জিহ্বা দ্বারা সর্বদা দুরূদ ও সালাম পড়তে থাকুন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা করাতে থাকুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে যে ব্যক্তি মাদীনার তাজেদার হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে এবং তা যদি কবুল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (দুররে মুখতার, খন্ড-২য়, পৃ-২৮৪, দরুল মারেফাত, বৈরুত)

বিসমিল্লাহ করুন বলা নিষেধ

অনেক লোক বলে থাকে بِسْمِ اللّٰهِ করুন আসুন জনাব بِسْمِ اللّٰهِ আমি بِسْمِ اللّٰهِ করে ফেলেছি ইত্যাদি। ব্যবসায়ীরা দিনের প্রথম যে বিক্রয়টি করে থাকে তাকে সচরাচর বাউনি বলা হয়, কিন্তু কিছু লোক তাকেও بِسْمِ اللّٰهِ বলে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, আমার আজ এখনো পর্যন্ত بِسْمِ اللّٰهِ ও হয়নি। যে দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করা হল তা সবভূল পদ্ধতি। অনুরূপ খাবারের সময় যদি কেউ এসে পড়ে, তখন অনেকে সচরাচর আগত ব্যক্তিকে বলে থাকে, আসুন খাবারে আপনিও অংশগ্রহণ করুন। এক্ষেত্রেও আমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সচরাচর জবাব পাওয়া যায়। بِسْمِ اللّٰهِ বা بِسْمِ اللّٰهِ করে নিন। মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ডের ২২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, এরূপ ক্ষেত্রে এভাবে بِسْمِ اللّٰهِ এর ব্যবহারকে আলিমগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তবে এরূপ বলা যেতে পারে, بِسْمِ اللّٰهِ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

পাঠ করে খেয়ে নিন। বরং এরূপ ক্ষেত্রে প্রার্থনা সূচক বাক্য ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের বরকত দান করুন।

কখন বিসমিল্লাহ পাঠ করা কুফরী?

হারাম ও নাজায়িজ কাজের শুরুতে কখনোই بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করা যাবে না। যে সব কাজ অকাট্য হারাম। সে সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা কুফরী। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে। মদ পান করার সময়, জিনা করার সময়, জুয়া খেলার সময় বিসমিল্লাহ বলা কুফরী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-২য়, পৃ-২৭৩)

কখন আল্লাহর যিকির করা গুনাহ?

স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর জিকির করা দুরূদ শরীফ পাঠ করা সাওয়াবের কাজ। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হারামও বটে। মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে, ক্রেতাকে পন্যদ্রব্য দেখানোর সময় পন্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য ক্রেতার সামনে বিক্রেতার দুরূদ শরীফ পাঠ করা বা بِسْمِ اللّٰهِ বলা জায়িয নেই। অনুরূপ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আসতে দেখে তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং তার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়ার জন্য উপস্থিত লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দুরূদ শরীফ পাঠ করাও জায়িজ নেই। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-২য়, পৃ-২৮১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাসআলাকে সামনে রেখে আমি ইসলামী ভাইদের বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারা যেন আমার আগমনে আল্লাহ আল্লাহ রব বুলন্দ না করেন। কেননা তখন তা দ্বারা আল্লাহর জিকির করা উদ্দেশ্য হবে না। বরং আমাকে অভ্যর্থনা জানানোই উদ্দেশ্য হবে।

খিচুড়িকে হালিম বলা

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার গুনবাচক নাম সমূহের মধ্যে "হালিম" একটি নাম। তাই আমাদের দেশে তৈরী এক ধরনের বিশেষ ইফতারীর ক্ষেত্রে হালিম শব্দ ব্যবহার করা যদিও জায়িজ। তারপরও তা আমার নিকট শোভনীয় মনে হয় না। একে খিচুড়ি বলাটাই শ্রেয়। আমিও তাকে যথাসাধ্য খিচুড়ি বলতে চেষ্টা করি। তাজকিরাতুল আউলিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লাল রঙের একটি আপেল হাতে নিয়ে বললেন, "এ আপেলটি খুবই লতিফ অর্থাৎ উত্তম। সাথে সাথে গায়েবী আওয়াজ এল, "আমার নাম আপেলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে তোমার লজ্জাবোধ হল না। বায়েজিদ বোস্তামীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর, এ কথার কারণে, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আলাহ তাআলা তাঁর স্মরণ বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অন্তর থেকে তুলে নিয়েছিলেন। বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শপথ করে নিলেন, জীবনে আর কখনো বোস্তাম শহরের ফল খাবেন না। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, পৃ-১৩৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো আপনারা লতিফ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে উত্তম। কিন্তু তা আল্লাহ তাআলার একটি গুনবাচক নাম হওয়াতে আপেলের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করায় আল্লাহ তাআলা মোটেই পছন্দ করেননি। তাই তিনি বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সতর্ক করে দেন।

লক্ষগুণ সাওয়াব

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতই যদি আমরা জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি, তাহলে আমরা বিশাল পূন্যের ভান্ডার গড়ে তুলতে পারব। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর জিকির করে, তার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে কিয়ামতের দিন তার জন্য এক একটি নূর হবে। (শুয়াবুল ঈমান লিল্ বায়হাকী, খন্ড-১ম, পৃ-৪১২, হাদীস নং-৫৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

স্মরণ রাখবেন! কুরআন তিলাওয়াত, হামদ ও সানা, মুনাজাত দোয়া, দুরূদ ও সালাম, নাত, খুতবা দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদি আল্লাহর জিকিরের মধ্যে শামিল। তাই সকল ইসলামী ভাইদের উচিত, দৈনিক কমপক্ষে ১২ মিনিট বাজারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাজারে দরস দিতে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাজারে আল্লাহর জিকির করার সাওয়াব পেতে থাকবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মানুষের অভাব পূরণ ও রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবর নেয়ার ফযীলত

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَل কতই ভাগ্যবান সে সব ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন, যারা নিজেদের জিহ্বাকে নেকীর দা'ওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, জিকির ও দুরূদ পাঠে সদা সর্বদা ব্যস্ত রাখেন। মুসলমানদের অভাব পূরণ করাও সাওয়াবের কাজ। অসুস্থ কিংবা দু:স্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করাও জিহ্বার উত্তম ব্যবহার।

অসুস্থ ব্যক্তির সমবেদনা দেখানোর আজিমুশশান সাওয়াব

মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণের জন্য অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে পচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়াদান করেন। সে ফিরিশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। সেই ওই কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে নিমজ্জিত থাকে। যখন সে ওই কাজ শেষ করে অবসর নেয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা দেখানোর জন্য যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে পঁচাত্তর হাজার ফিরিশতা দ্বারা ছায়া দান করেন। ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার প্রতিটি কদম তোলার পরিবর্তে তার জন্য

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

একটি সাওয়াব লিখা হয় এবং প্রতিটি কদম ফেলার পরিবর্তে তার একটি গুনাহ মুছে দেয়া হয়, তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যখন সে ওই অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, নিজ ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর রহমতে আচ্ছাদিত থাকে। (আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-৩য়, পৃ-২২২, হাদীস নং-৪৩৯৬)

যখন কারো সন্তান সন্ততি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কেউ আয় রোজগার হীন কিংবা ঋনগ্রস্থ হয়ে পড়ে, দুর্ঘটনার শিকার হয়, লোকসান দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার ফলে অস্থির হয়ে পড়ে। কারো ঘরে চোর ডাকাত হানা দিয়ে তার সর্বস্ব নিয়ে যায় বা অন্য কোন দু:খ দুর্দশায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। তখন তাকে সান্তনা দান করা, তার মনের সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

জান্নাতের দুই জোড়া জামা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্ব উত্তম চরিত্রের নমুনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা তাকে তাকওয়ার লিবাস পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মধ্যে তার রূহের উপরই রহমত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

তাকে জান্নাতের পোষাক সমূহের মধ্যে এমন দুইজোড়া পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য গোটা দুনিয়াও হবে না। (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৪২৯, হাদীস নং-৯২৯২, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জিহ্বা উপকারীও, অপকারীও

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ বয়ে আনে। আর মানুষ যদি জিহ্বাকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত রাখে, তাহলে তা তার জন্য মহাবিপদও ডেকে আনে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, মানুষের অধিকাংশ পাপ তার জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৪০, হাদীস নং-৪৯৩৩)

প্রতিদিন সকালে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ জিহ্বার তোশামোদ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ নবী করিম صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরাত দিয়ে বলেন, তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে, তখন তার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে তোশামোদ করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি যদি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ঠিক থাক, তাহলে আমরা ঠিক থাকতে পারব, আর যদি তুমি গোলমাল কর তাহলে আমরাও গোলমাল করব। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৮৩, হাদীস নং-২৪১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল, আনন্দ বেদনা, সুখ দুখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই প্রতিদিন সকালে শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয় বিনয় করে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ো না। তুমি যদি বাকা পথে চল তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে। আর যদি তুমি ঠিক থাক এবং সৎ পথে চল তাহলে আমাদের সম্মান বাড়বে।

স্মরণ রাখবেন! জিহ্বা হচ্ছে অন্তরের মুখপাত্র। তাই জিহ্বার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতা অন্তরের স্বচ্ছতা অস্বচ্ছতার প্রমাণ বহন করে।

(মিরাত খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৪৬৫)

জিহ্বার লাগামহীনতার বিপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতই জিহ্বা যদি লাগামহীন হয়ে যায়, তখন অনেক সময় মহা বিপদ ডেকে আনে। জিহ্বা দ্বারা স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক, তালাক, তালাক তিনবার বলে ফেলে, তখন স্ত্রীর উপর মুগাল্লাজা তালাক পতিত হয় এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

যায়। জিহ্বা দ্বারা কেউ যদি কাউকে খারাপ কথা বলে এবং এতে রাগান্বিত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে যায়। এমনকি রক্তারক্তি ও খুনাখুনির মত ঘটনাও ঘটে যায়। জিহ্বা দ্বারা যদি কোন মুসলমানকে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত হুমকি ধমকি দেয়া হয়, তাতে সে মনে ব্যথা পায়, তাহলে নি:সন্দেহে তাতে গুনাহ ও জাহান্নাম দুটোই অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় তাবরানী শরীফের রেওয়ায়তে এসেছে, মাদীনার তাজেদার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শরয়ী কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। (আল মুজামুল আওসাত, খন্ড-২য়, পৃ-৩৮৬, হাদীস নং-৩৬০৭)

চির সন্তুষ্টি ও চির অসন্তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা বেলাল বিন হারেস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলতানে দো জাহান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, মানুষ মুখ দিয়ে ভাল কথা বলে, অথচ সে এর মর্যাদা জানে না। ফলে আল্লাহ তাআলা সে কথার কারণে তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করে। পক্ষান্তরে মানুষ মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে জানেনা তার পরিনাম কি। আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-২য়, পৃ-১৯৩, হাদীস নং-৪৮৩৩, সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪৩, হাদীস নং-২৩২৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ অনেক সময় মুখ দিয়ে এমন মন্দ কথা বলে ফেলে যা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি চির অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। তাই মানুষের উচিত, বুঝে সুঝে ভেবে চিন্তে কথা বলা। হযরত সায়্যিদুনা আলকামা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, বেলাল বিন হারিস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বর্ণিত হাদীসটি আমাকে অনেক কথা থেকে বাধা প্রদান করে। আমি কোন কথা বলতে চাইলে এ হাদীসটি আমার সামনে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই।

(মিরাত, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৪৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে চিন্তে কথা না বললে অনেক সময় তা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে এবং আল্লাহ তাআলার চির অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জিহ্বার মাদীনার তালা লাগানোর অর্থ জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখা। নীরবতা পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈনন্দিন কিছু কিছু কথাবার্তা লিখে বা ইশারায় বলা অত্যাধিক মঙ্গলজনক। কেননা যে ব্যক্তি কথা বেশী বলে, তার পাপও বেশী হয়ে থাকে। এমন কি সে তার গোপন বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। গীবত, চুগলি, সমালোচনা, নিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটাও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে বরং যার মধ্যে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

অনবরত বক বক করার অভ্যাস রয়েছে, তার মুখ দিয়ে অনেক সময় আল্লাহর পানাহ কুফরী কালিমাও চলে আসে।

পাষাণ হৃদয়ের পরিনাম

দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি সদয় হোন। আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখার তৌফিক দান করুন। এ জিহ্বাইতো আল্লাহর যিকির না করে। অনর্থক বকবক করে অন্তরকেও নিষ্টুর ও নির্মম করে তুলে। আল্লাহর প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, অশ্লীল কথাবার্তা বলা পাষাণ হৃদয়েরই পরিচায়ক। আর পাষাণ হৃদয়ের পরিণতি জাহান্নাম। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২, হাদীস নং-২০১৬)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, যে ব্যক্তির জিহ্বার অসংযত বেফাঁস কথাবার্তা যার মুখ দিয়ে নির্দিধায় চলে আসে, তখন বুঝে নেবেন, তার অন্তর অত্যন্ত পাষাণ, নিষ্ঠুর। তার মধ্যে লজ্জা বলতে কিছুই নেই। নির্মমতা এমন এক বৃক্ষ যার শিকড় মানুষের অন্তরে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখা জাহান্নাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এমন লাগামহীন ব্যক্তির পরিনাম অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। সে আল্লাহ ও রাসূল عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানেও বেয়াদবী করতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। ফলে এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সে কাফির হয়ে যায়। (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ট, পৃ-৬৪১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতই অধিক কথা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাচালতার কারণে মানুষ অনেক সময় আল্লাহর পানাহ কুফরীর গর্তে গিয়েও পতিত হয়। তাই কোন কথা বলার আগে আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে, তাতে পরকালীন কোন কল্যাণ নিহিত আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে সে কথা না বলে এর পরিবর্তে দুরূদ শরীফ পাঠ করাই ভাল। কেননা তা পরকালে আমাদের জন্য اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কল্যাণ বয়ে আনবে। আসরারুল আউলিয়া নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখ দিয়ে একদা একটি অনাবশ্যক কথা বের হয়েছিল। তাতে তিনি লজ্জিত জিহ্বাতে দাঁত দ্বারা এমন সজোরে চাপ দিলেন, যার ফলে জিহ্বা থেকে রক্ত বের হয়ে আসল এবং সে একটি অনর্থক কথার কাফ্ফারা স্বরূপ বিশ বৎসর যাবত তিনি মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় কোন কথাবার্তা বলেন নি।

(আসরারুল আউলিয়া, পৃ-৩৩, সংক্ষেপিত সাব্বির, ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করে দিন। (আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মুখ দিয়ে বাজে কথাবার্তা বের হয়ে গেলে তখন কি করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আসাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখ দিয়ে কেবলমাত্র একটি অনাবশ্যক কথা বের হওয়ার কারণে তিনি ক্ষোভে দু:খে নিজের জিহ্বা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করে ফেললেন। এখানে একটি মাসআলা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে নিজেকে নিজে কষ্ট দেয়া কিংবা নিজের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করার অনুমতি শরীয়ত কাউকে দেয়নি। তাই বুজুর্গানে দ্বীনদের ব্যাপারে নিজেদের অঙ্গ নিজেরা হানি করার বা নিজেদেরকে নিজেরা ক্ষত বিক্ষত করার যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। হতে পারে তাঁরা সে সমস্ত কাজ সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে করেননি, বরং চিত্ত বিভ্রম ও দেওয়ানগী অবস্থায়ই তারা তা করেছেন। কেননা জনশ্রুতি আছে, "পাগলে কিনা করে, তাই সেটা তাঁদেরই ব্যাপার। আমাদের শুধু এতটুকু করনীয় যে, আমাদের মুখ দিয়ে যদি কখনো কোন বাজে কথাবার্তা বের হয়ে যায়, তাহলে এর কাফ্ফারা স্বরূপ ১২ বার আল্লাহ আল্লাহ বা একবার দুরূদ শরীফ পড়ে নেয়া। এভাবে পড়তে থাকলে শয়তান আর আমাদেরকে এ ভয়ে, বাজে কথাবার্তার প্রতি প্ররোচিত করবে না। না জানি তারা জিকির ও দুরূদ পড়তে পড়তে আবার আমাকে কোন পেরেশানীতে ফেলে দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

মিনহাজুল আবেদীন নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, শয়তানের জন্য আল্লাহর জিকির এতই কষ্টদায়ক যে, যেমনি মানুষের দেহের জন্য আকেলা রোগ। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ-৪৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আকেলা এমন একটি রোগ যা মানুষের চামড়া মাংসে পচন ধরায়, ফলে শরীর থেকে মাংস নিজে নিজে ঝরে পড়ে।

অনাবশ্যক কথাবার্তার চৌদ্দটি উদাহরণ

আফসোস! শত আফসোস! আজকাল সৎ সঙ্গ খুবই কম। আমরা যাদেরকে ভাল মানুষ মনে করে থাকি, তারাও দুর্ভাগ্যবশত ভাল কথা বলার পরিবর্তে আজে বাজে কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হায়! যদি আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পারতাম এবং আমাদের মেলামেশা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত। স্মরণ রাখবেন! নিরর্থক কথাবার্তা বলা কিংবা প্রয়োজনীয় কথাবার্তার সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা যোগ করা হারাম কিংবা গুনাহ নয়, তবে তা পরিহার করা উত্তম। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃ-১৪৩, দারে সাদির, বৈরুত)

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দীর্ঘক্ষণ বলতে থাকলে পাপজনক কথাবার্তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই চুপ থাকাটাই উত্তম। আমাদের সমাজে বর্তমানে বিনা প্রয়োজনে এমন এমন প্রশ্নাবলীও করা হয়ে থাকে। যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হিমশিম খেয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

যায়। ফলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো ওই ধরনের প্রশ্নাবলী প্রয়োজনের তাগিদেও করা হয়ে থাকে। যদি এরূপই হয়, তাহলে তা নিরর্থক প্রশ্নাবলীতে পরিগণিত হবে না। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ আপনাদের খিদমতে তুলে ধরা হল। যদি তা প্রয়োজনের তাগিদে করা হয় তাহলে ঠিক আছে, আর যদি বিনা প্রয়োজনে করা হয় তাহলে মুসলমানদের নাজেহাল ও গুনাহে লিপ্ত করা থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে বিরত থাকবেন। প্রশ্ন গুলো হচ্ছে ঃ (১) আরে ভাই! কি হচ্ছে? (২) আরে ভাই! আজকাল তো দোয়া টোয়া করেন না? (৩) আরে ভাই! নারাজ হয়েছেন কেন?, (৪) মনে হচ্ছে আপনার ভাল লাগছে না? (৫) এ গাড়িটি কত টাকা দিয়ে নিয়েছেন? (৬) কত সালের মডেল? (৭) আপনার এলাকায় জায়গা জমি কি দরে বিক্রি হচ্ছে? (৮) আরে! দাম বেশী হয়েছে। (৯) অমুক স্থানের আবহাওয়া কেমন? (১০) উহু! প্রচন্ড গরম। (১১) আজকালতো কনকনে শীত পড়ছে, (১২) জানিনা, বৃষ্টি বন্ধ হবে কিনা? (১৩) সামান্য বাতাস বওয়াতে বৃষ্টি চলে গেল, (১৪) আপনাদের সেখানে সর্বদা বিদ্যুৎ থাকে কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখিত প্রশ্নগুলো এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য প্রশ্ন বিনা প্রয়োজনে সচরাচর করা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করা যাদের অভ্যাস তাদের সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

থাকবেন। বরং ভালধারণাই পোষণ করবেন। হতে পারে যা আপনার দৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, তাতে প্রশ্নকারীর কোন সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে, যা আপনি বুঝতে পারছেন না। বাস্তবে সে প্রশ্নগুলো যদি অনাবশ্যকও হয়, তারপরও তা করার কারণে প্রশ্নকারীর কোন গুনাহ হবে না।

হজ্জ প্রত্যাগতদের নিকট অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ

যারা হজ্জ পালন শেষে মক্কা শরীফ ও মাদীনা শরীফ থেকে দেশে ফিরে আসে, তাদের নিকটও তাদের অনেক বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন ধরনের অনেক অনাবশ্যক প্রশ্ন করে থাকে। এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর ১৩টি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। (১) সফরে কোন কষ্ট পাননিতো? (২) ভিড় সম্ভবত প্রচুর ছিল? (৩) জিনিস পত্রের দরদাম তো চড়া ছিল না? (৪) বাসা উন্নত ছিল না অনুন্নত? (৫) বাসা হেরেম শরীফের কাছে ছিল না দূরে? (৬) সেখানকার আবহাওয়া কেমন ছিল? (৭) প্রচন্ড গরম তো পড়েনি? (৮) দৈনিক তওয়াফ কয়বার করেছেন? (৯) ওমরা কয়টা করেছেন? (১০) মক্কা মুয়াজ্জমাতে আমার জন্য দোয়া করেছিলেন কিনা? (১১) মিনাতে আপনার তাঁবু জমরার কাছে ছিল না দূরে? (১২) মদীনা মুনাওয়ারাতে কয়দিন ছিলেন? (১৩) মদীনাতে আমার নামে সালাম পৌঁছিয়েছিলেন কিনা?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যে প্রশ্নগুলো উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল, তা যদিও না জায়িজ নয়, তারপরও তা করার পূর্বে এর কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। যদি তা প্রয়োজন না হয়, তাহলে এরূপ প্রশ্ন না করাই উত্তম। কেননা এর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্ন এমনও আছে, যা হাজী সাহেবকে লজ্জায় ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্ন তাদেরকে সন্দিহানে ফেলে দেবে। আবার কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব যদি সতর্কতার সাথে দেয়া না হয়, তাহলে মিথ্যার গুনাহে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই চুপ থাকুন একবার, সুখে থাকুন হাজারবার।

মিথ্যা রটনার চারটি দৃষ্টান্ত

অনেক লোক বিচার বিবেচনা না করে মিথ্যা, বানোয়াট, অপবাদ ও পাপজনক অনেক কথাবার্তাও বলে ফেলে। এরূপ কথাবার্তা ও রটনার চারটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। যেমন উল্লেখিত উদাহরণ সমূহের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সঠিকভাবে নাও দিতে পারে। কেননা সে কি করছে বা কোথায় আছে কিংবা তার সাথে কে কে আছে তা অন্য কেউ জানুক, তা সে কখনো চাইবে না। তাই প্রয়োজনীয় আলোচনাও সীমিত আকারে করার মধ্যেই উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

মিথ্যা বলার প্রতি বাধ্য করতে পারবে এমন অনাবশ্যক প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় লোকেরা এমন প্রশ্ন করে বসে, যার উত্তর দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হিমশিম খেয়ে যায়। ফলে অসাবধানতা বসত এবং মানবতার তাগিদে এর উত্তর দিতে গিয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যদিও প্রশ্নকারী ওইসব প্রশ্ন করার কারণে গুনাহগার হয় না, তা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করার জন্য বিনা প্রয়োজনে এরূপ প্রশ্নাবলী করা থেকেও বিরত থাকা উচিত। এরূপ প্রশ্নাবলীর চৌদ্দটি উদাহরণ আপনাদের খিদমতে তুলে ধরা হল।

(১) আমার ঘর খুঁজে বের করতে আপনার কোন অসুবিধা তো হয়নি? (২) আমাদের রান্নাবান্না আপনার কেমন লেগেছে? (৩) আমার হাতের বানানো চা আপনার রুচি সম্মত হয়েছে তো? (৪) আমাদের ঘর আপনার ভালো লেগেছে কিনা? (৫) আমার জন্য দোয়া করেন কিনা? (৬) আমি এখন যে বয়ান করেছি, তা আপনার কেমন লেগেছে? (৭) আমি এখন যে নাত শরীফ পড়েছি, তাতে আমার আওয়াজ আপনার কেমন লেগেছে? (৮) আমার কথা আপনার খারাপ লাগেনি তো? (৯) আমি আসাতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না তো? (১০) আমার কারণে আপনি বিরক্তি বোধ করছেন না তো? (১১) আমি এসে আপনাদের আলাপ আলোচনাতে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো? (১২) আমার প্রতি আপনি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অসন্তুষ্ট নন তো? (১৩) আমার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট কিনা? (১৪) আমার প্রতি আপনার ভালধারণা আছে কিনা?

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বাচাল

অনেক লোকতো আরো অদ্ভূত প্রকৃতির হয়ে থাকে। কথায় কথায় তারা তাদের কথার স্বপক্ষে আরেকজনের সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করে। খামাকা তারা আরেকজনের সমর্থন আদায়ের জন্য বলে থাকে, (১) হ্যাঁ ভাই! কি বুঝতে পারলেন? (২) আমার কথাতো আপনার বুঝে এসেছে? (তবে প্রয়োজনে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের শিক্ষক কিংবা বুজুর্গরা এরূপ জিজ্ঞেস করে থাকলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং তাতে উপকারই আছে। যাতে ছাত্র কিংবা অধীনস্থদের মধ্য থেকে কেউ বুঝে না থাকলে তাকে যেন আবার বুঝানো যায়। যা হোক এমন পরিস্থিতিতে বুঝে না আসার পরও শ্রোতা যেন বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথাতে রায় না দেয়।) (৩) কি ভাই! ঠিক না? (৪) আমি মিথ্যা তো বলছিনা? (৫) আপনার কি অভিমত? এরূপ কথাবার্তা যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন, যতই গীবতে ভরা হোক না কেন, কখনো কখনো মানবতার খাতিরে বক্তার সাথে সুর মিলিয়ে তার কথার সাথে একমত পোষণ করে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থন করতে হয়। পরিনামে মিথ্যা ও গীবতের সমর্থনের গুনাহতে লিপ্ত হতে হয়। এরূপ লোকদের সংশোধন করা যদি সম্ভবপর না হয়। তাহলে তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা গুনাহ মূলক এরূপ কথা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বার্তাতে তাদের সাথে সুর মিলালে তা আপনাকেও জাহান্নামী করতে পারে। এমন কি এরূপও দেখা গেছে যে, সে বাচাল ব্যক্তিরা অনেক সময় গোমরাহি কথাবার্তা বরং আল্লাহর পানাহ কুফরী কথাবার্তা বলেও তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক এর স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ঠিকনা? আমি ঠিক বলছিনা? ইত্যাদি বলে শ্রোতার দ্বারা হা ঠিক। বলিয়ে তার ঈমানও বরবাদ করে দেয়। কেননা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে কুফরীর সমর্থন করাও কুফরী। اَلْعِيَاذُ بِاللهِ عزوجل

"আয় কাশ! জরুরত কে ছেওয়া কুচ ভি ন বুলো
আল্লাহ জবান কা হো আতা কুফলে মাদীনা।"

অযথা কথাবার্তার সংজ্ঞা

কথা বলার সময় যেখানে একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে অতিরিক্ত আরেকটি শব্দ বাড়ালেই তা অযথা কথা হিসেবে গণ্য হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলূম নামক কিতাবে লিখেছেন, যদি একটি শব্দ দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়, সেখানে বক্তা যদি দ্বিতীয় আরেকটি শব্দ বাড়ায়, তাহলে সে দ্বিতীয় শব্দটিই অযথা তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা কারণে নিন্দনীয়। (ইহইয়াউল উলূম, খন্ড-৩য়, পৃ-১৪১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

যদি একটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তবে দুটি তিনটি বা প্রয়োজনানুসারে যত শব্দই বাড়ানো হোক না কেন, তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে না। মোট কথা হচ্ছে অযথা কথাবার্তা বলতে সে কথাবার্তাকে বুঝায়, যা প্রয়োজন ছাড়া হয়। প্রয়োজন, চাহিদা, ফায়দা এ তিনটি উদ্দেশ্যের যে কোন একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কথা বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হয় না। অনেক সময় রসাত্মক কথাবার্তাও ফজুল হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন কবিতা, বয়ান, রচনা ইত্যাদিকে আকষর্ণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনানুসারে যে উপমা, অনুপ্রাস, রূপক ও ছন্দ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় তা অপ্রয়োজন হিসেবে গণ্য হয় না। কখনো কখনো শ্রোতার বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেও প্রয়োজনানুসারে শব্দের কম বেশী করা হয়। তাও ফজুল হিসেবে গণ্য হয় না। মেধার বিবেচনায় মানুষ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) তীক্ষ্ণ মেধাবী, (২) মধ্যম মানের মেধা সম্পন্নম (৩) মেধাহীন তথা নিরেট মূর্খ। যারা তীক্ষ্ণ মেধাবী তারা অনেক সময় মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে। আর যারা মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা খোলাসা করে বলা না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা বুঝে নিতে পারে না। আর যারা নিরেট মূর্খ তাদেরকে কোন কথা দশবার বলার পরও তা তাদের বুঝে আসে না। শ্রোতার বোধশক্তির এ তারতম্যের কারনে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শ্রোতা যদি মাত্র একটি শব্দ দ্বারা বক্তা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কি বলতে চাচ্ছে তা বুঝে নিতে পারে, তাহলে তাকে সে প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি শব্দও বলা হলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপ যে মধ্যম মানের মেধা সম্পন্ন তাকে যদি কোন কথা বুঝাতে ১২টি শব্দের প্রয়োজন হয় কথাটা তার বুঝে আসার পর সে প্রসঙ্গে আর একটি শব্দও বাড়ানো হলে তা, অযথা হিসেবে গণ্য হবে। আর যে নিরেট মূর্খ তাকে যদি কোন কথা বুঝাতে একশটি শব্দের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে একশটি শব্দ যেহেতু প্রয়োজনের তাগিদে বলা হয়েছে, তাই তা অযথা কথাবার্তা হিসেবে গণ্য হবে না।

সারকথা হচ্ছে, যতটি শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তার চেয়ে যদি একটি শব্দও অতিরিক্ত বলা হয়, তাহলে তা অযথা হিসেবে গণ্য হবে। যে সমস্ত কথাবার্তা বলা জায়েজ, তবে তাতে ইহলৌকিক কিংবা পরলৌকিক কোন ফায়দা নিহিত নেই, তার একটি শব্দ বলাও অযথা। আর যে সমস্ত কথাবার্তা বলা না জায়িজ, তার একটি শব্দ বলাও না জায়িজ ও গুনাহ।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে

অযথা কথাবার্তার বর্ণিত আলোচনা পড়ার পর হয়ত আপনার মনে আসতে পারে, অযথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা আপনার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে। তারপরও আপনি সাহস হারাবেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান। মুখে মাদীনার তালা লাগিয়ে নিন। তথা চুপ থাকার অভ্যাস

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

গড়ে তুলুন। মুখে মাদীনার তালা লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাসম্ভব কিছু কিছু কথাবার্তা ইশারায় কিংবা লিখে বলার চেষ্টা করবেন। আপনার নিয়ত পরিস্কার থাকলে উদ্দেশ্যও সফল হবে। প্রবাদ আছে, اَلسَّعْیُ مِنِّیْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللّٰہ অর্থাৎ চেষ্টা করা আমার কাজ, সফল করা আল্লাহর কাজ। চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বুখারী শরীফের এ হাদীসটি সর্বদা আপনার স্মৃতিপটে রাখবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ চুপ থাকাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, মাদীনার সুলতান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার উচিত ভাল কথাবার্তা বলা অথবা চুপ থাকা। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১০৫, হাদীস নং-৬০১৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আজব বাচাল

এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেরা একেতো বেশী কথা বলে, আবার অপরকেও এক কথা বারবার বলতে বাধ্য করে। সতর্ক থাকবেন, যাতে অজান্তে আপনিও এ ভুল করে না বসেন। এক কথাকে বারবার বলতে বাধ্য করার পন্থা হচ্ছে, যেমন যায়েদ বকরকে কোন কথা বলল, সে কথা বকরের বুঝে আসার পরও বকর না বুঝার ভান করে মাথা উঁচু করে কান খাঁড়া করে পুনরায় যায়েদকে জিজ্ঞাস করল, "বলো কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে বলো কি? হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদির জবাবে যায়েদ তার সে কথার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

খামাকা পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু লোকের এ ধরনের বদ অভ্যাস সম্পর্কে যেহেতু আমি অধমের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তাই কেউ আমার কথাতে হয় না কি? তাই নাকি? ইত্যাদি বললেও আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি না করে প্রায়ই নীরবতা পালন করি। ফলে শ্রোতা যে আমার কথা বুঝতে পেরেছে তা বুঝে নিতে আমার আর কষ্ট হয় না।

বেহুদা ও লাগামহীন কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিহার করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য কঠোর সাধনাও করতে হবে। কেবলমাত্র এক আধটা বয়ান শুনলে কিংবা রিসালা পাঠ করলে অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ করার আশা করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। তাই অযথা কথাবার্তা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন। সেক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারো কথা শুনে, হয় নাকি? তাই নাকি? ইত্যাদি না বলার জন্য নিজে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলুন। তারপরও যদি ভুল হয়ে যায়, তার জন্য অনুশোচনা করতে থাকুন।

কথাবার্তার পর্যালোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমাদের বুজুর্গানে দ্বীনগণ কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন তার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। মিনহাজুল আবেদীন নামক কিতাবে উল্লেখ আছে একদা হযরত সায়্যিদুনা ফুজায়ল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুজনে একত্রে বসে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

এরপরই দুজনেই অনেক কান্নাকাটি করলেন। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, হে আবু আলী এটা হযরত সায়্যিদুনা ফুজায়ল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপনাম) আজকের মজলিসের চেয়ে বেশী সাওয়াবের আশা আমি আর কোন মজলিস থেকে করি না। তার জবাবে সায়্যিদুনা ফুজায়ল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন, এ মজলিসের চেয়ে বেশী ভয় আমি আর কোন মজলিসকে করি না। সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অবাক হয়ে আরজ করলেন, আবু আলী! তা কি করে হল? সায়্যিদুনা ফুজায়ল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জবাব দিলেন, আপনি কি আমার কাছে সবচেয়ে দামী ও সুন্দর সুন্দর কথা পেশ করেন নি? আমিও তো খুঁজে ভাল ভাল কথা বেছে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমার ও আপনার উভয়ের জন্য এটা রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী কান্না শুরু করে দিলেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ-৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তার বিষয়! আল্লাহর সে পূন্যবান বান্দাগনের পরস্পর দেখা সাক্ষাত ছিল শুধুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই। তাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনাও হত সম্পূর্ণ শরীয়তের আলোকেই। তারপরও কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে তারা সিমাহীন সাবধানতা অবলম্বন করতেন। আল্লাহকে অনেক ভয় করতেন। এ জন্যই তো উভয় আউলিয়া কিরামই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কেননা তাদের ভয় ছিল, তাদের কথাবার্তাতে আল্লাহর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

নাফরমানীও তো পাওয়া যেতে পারে। দামী ও সুন্দর সুন্দর কথাও তো তাঁরা বিনা প্রয়োজনে বলে ফেলতে পারেন। তাদের কথাবার্তা রিয়ামুক্ত নাও হতে পারে।

বর্ণিত ঘটনা থেকে সে সমস্ত লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যারা নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করার জন্য, নিজেদের বক্তব্যে রিয়াকারীর আশ্রয় নিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার সময়ও আরবী, ফার্সী ইংরেজী ভাষার কঠিন কঠিন শব্দাবলী, প্রবাদ, বচন, ছান্দিক বাক্যের প্রচুর সমাহার ঘটিয়ে থাকে।

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লীল আলামিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পুরুষদের বা মানুষদের মন আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করার জন্য ভাষার লালিত্য, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা না তার ফরজ কবুল করবেন না নফল। (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩৯১, হাদীস নং-৫০০৬, দারে ইহইয়াউত তারাসিল, আরবী, বৈরুত)

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসিন হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, আলোচ্য হাদীসে সরফুল কালাম তথা ভাষা ও লানিত্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রিয়াকারী স্বরূপ বক্তব্যে মিথ্যা ও বানোয়াটির আশ্রয় নেয়া এবং কথার মারপ্যাঁচের উদ্দেশ্যে তাতে অদল বদল করে ফেলা। (আসইয়াতুল লুমআত, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৬৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করে বইয়ের ইতি টানার চেষ্টা করছি। তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথেই বসবাস করবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"সিনা তেরী সুন্নাত কা মাদীনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার বারটি মাদানী ফুল

(১) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়াটি পড়বেন, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমি বের হলাম, আল্লাহর উপরই আমি ভরসা করলাম। আল্লাহ তাআলার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আর কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। (আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪২০, হাদীস নং-৫০৯৫)

এ দোয়া পাঠের বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি সঠিক পথে থাকবেন এবং বিপদাপদ থেকেও মুক্ত থাকবেন। আল্লাহ তাআলার সাহায্যও আপনার ভাগ্যে জুটবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

(২) ঘরে প্রবেশ করার সময় এ দোয়াটি পড়বেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আসা যাওয়ার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর নামে বের হলাম। আমার প্রভু আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করলাম। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৯৬) দোয়া পাঠ করার পর পরিবারের লোকজনদের সালাম দেবেন। তারপর বারগাহে রিসালাতে সালাম পেশ করবেন। তারপর সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে জীবিকাতে বরকত হবে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটবে।

(৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়ার সময় স্বীয় মুহরিম মুহরিমা তথা পিতা মাতা, ভাই বোন ছেলে মেয়েদের সালাম দেবেন।

(৪) আল্লাহর নাম না নিয়ে তথা বিসমিল্লাহ পাঠ না করে যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে, শয়তানও তার সাথে ঘরে ঢুকে যায়।

(৫) নির্জন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘর হোক) প্রবেশ করার সময় বলবেন اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ (অর্থাৎ আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।)

এ দোয়াটি পাঠ করলে ফিরিশতারা আপনার সালামের জবাব দেবে। অথবা বলবেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী! আপনার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) কেননা নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক মুসলমানদের ঘরে সদা সর্বদা অবস্থান করে। (বাহারে শরীয়ত, ষোড়শ খন্ড, পৃ-৯৬, শরহুস শিফা লিল কারী, খন্ড-২য়, পৃ-১১৮)

(৬) অপরের ঘরে প্রবেশ করার সময় প্রথমে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবেন। তারপর তার নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি নেবেন।

(৭) যদি সে অনুমতি না দেয়, তাহলে সানন্দে ফিরে আসবেন। হতে পারে কোন অসুবিধার কারণে গৃহকর্তা আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

(৮) আপনার ঘরের দরজায় কেউ কড়াঘাত করলে তার পরিচয় জিজ্ঞাস করা সুন্নাত। আগন্তুকেরও নাম বলে তার পরিচয় দেয়া সুন্নাত। যেমন সে বলবে, "আমি মুহাম্মদ ইল্ইয়াস। নাম না বলে কেবলমাত্র মদিনা! আমি, আমি" দরজা খুলুন। ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়।

(৯) নাম বলে পরিচয় দেয়ার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়াবেন। যাতে দরজা খোলার সাথে সাথে ঘরের ভিতরে আপনার দৃষ্টি না যায়।

(১০) কারো ঘরে উঁকি মেরে দেখা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনের বা নিচের দিকে অন্যান্যদেরও ঘর থাকে। তাই উপর ইত্যাদি থেকে উঁকি ঝুঁকি মারার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আপনার দৃষ্টি অপরের ঘরের প্রতি না যায়।

(১১) কারো ঘরে যাওয়ার পর সেখানকার বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে অযথা সমালোচনায় মেতে উঠবেন না, কেননা এতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

ঘরের মালিকের মনে কষ্ট পেতে পারে।

(১২) অপরের ঘর থেকে চলে আসার সময় তার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদও জানাবেন এবং সালামও দেবেন। সম্ভবপর হলে সুন্নাতে ভরা কোন রিসালা ক্যাসেট ইত্যাদিও তোহফা স্বরূপ তাকে দিয়ে আসবেন।

বিভিন্ন বিষয়ে অগণিত সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বাহারে শরীয়ত ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট সুন্নাত ও আদব নামক বই দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের অনন্য মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা সমূহতে আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

"শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।

হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো, পাওগে বারাকাতে কাফেলে মে চলো।"

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মুক্তি কিসে? রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন, (১) তুমি স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখো (অর্থাৎ যেখানে তোমার লাভ হবে ক্ষতি হবে না সেথায় তোমার মুখ খোল) (২) নিজের ঘরে পড়ে থাক (বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং (৩) নিজের কৃত পাপের জন্য চোখের পানি ঝরাও। (সুনানে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৮২, হাদীস নং-২৪১৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর ১৫টি মাদানী ফুল

(১) ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উচ্চ আওয়াজে সালাম করুন।

(২) মা-বাবাকে আসতে দেখলে তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান।

(৩) ইসলামী ভাই দিনে কমপক্ষে একবার আব্বাজানের আর ইসলামী বোন আম্মাজানের হাত ও পায়ে চুমু দিন।

(৪) মা-বাবার সামনে নিজ আওয়াজকে সর্বদা নম্র রাখুন। তাঁদের সাথে কখনো চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন না।

(৫) তাঁদের দেয়া প্রত্যেক ঐসব কাজ যা শরীআত বিরোধী নয়, সাথে সাথে করে ফেলুন।

(৬) মাকে, এমনকি ঘরের (ও বাইরের) একদিনের শিশুকেও "আপনি" বলে সম্বোধন করুন। (اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ মাদানী মুন্নাদের সাথে "আপনি" বলে সম্বোধন করে কথা বলার চেষ্টা করেন)।

(৭) নিজ এলাকার মসজিদের ইশার নামাযের জামাআতের পর দু' ঘন্টার মধ্যেই শুয়ে পড়ুন। হায়! যদি তাহাজ্জুদের সময় চোখ খুলে যেত, আর না হয় কমপক্ষে ফজরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করা হত এবং (এভাবে তাড়াতাড়ি শোয়ার অভ্যাস গড়লে) কাজে-কর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসত না।

(৮) ঘরে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, ফিল্ম-ড্রামা ও গান-বাজনা ইত্যাদির নিয়মিত মেলা চলতে থাকে, তবে বারবার তর্কাতর্কি না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে "সুন্নাতে ভরা বয়ানের" ক্যাসেট শুনান। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল আসবেই।

(৯) ঘরে আপনাকে যতই বকা-ঝকা করুক, এমনকি যদি মার-পিঠও করে তবুও ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধরুন। যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে "মাদানী পরিবেশ" তৈরীর আর কোন আশাই থাকবে না বরং এর উল্টোটাই ঘটবে যে, অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই জেদী বানিয়ে দেয়। তাই রাগ, খিটখিটে স্বভাব এবং বকাবকি করা ইত্যাদির অভ্যাস একেবারেই ত্যাগ করুন।

(১০) ঘরে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের (যে কোন অধ্যায় হতে) দরস অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই দিন অথবা শুনুন।

(১১) আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য খুবই আন্তরিকতার সাথে দু'আও করতে থাকুন। কেননা, দু'আ মু'মিনের হাতিয়ার।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(১২) বিবাহিত ইসলামী বোনেরা, যারা শাশুড় বাড়ীতে থাকেন, তারা যেখানে নিজ ঘরের আলোচনা হয় সেখানে শাশুড় বাড়ীর এবং যেখানে মা-বাবার আলোচনা হয় সেখানে শাশুড়-শাশুড়ীর উত্তম আচরণের কথা তুলে ধরুন। তবে তা যেন শরীআত বিরোধী না হয়। (অর্থাৎ-মিথ্যা প্রশংসা যেন করা না হয়।)

১৩. মাসায়েলুল কুরআন, পৃ-২৯০ এর মধ্যে রয়েছে, প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে দেয়া দু'আটি শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সন্তান-সন্ততি সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো- আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে চক্ষুসমূহের শান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করুন। (পারা-১৯, সূরা-ফোরকান, আয়াত-৭৪)

(১৪) অবাধ্য সন্তান ছোট হোক বা বড়, যখন ঘুমাবে তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নে দেয়া আয়াতটি শুধুমাত্র একবার এতটুকু আওয়াজে পড়ুন যেন সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে না যায়। (সময়:১১ থেকে ২১ দিন)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿۲۱﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ বরং তা পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন কুরআন, লওহ-ই-মাহফুযের মধ্যে।

(পারা-৩০, সূরা-আল বুরুজ, আয়াত নং-২১, ২২) (শুরু ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ পড়বেন।)

(১৫) এমনকি অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য বানানোর জন্য আশা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফযরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে **يَاشَهِيْدُ** ২১ বার পড়ুন। (শুরু ও শেষে একবার দুরূদ শরীফ পড়ে নিবেন।)

মাদানী অনুরোধ : অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার জন্য এই ওয়াযীফাগুলো শুরু করার পূর্বে সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ২৫ টাকার দ্বীনি কিতাব কিনে বিতরণ করে দিন।

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ان شاء الله عزوجل!

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে। ان شاء الله عزوجل!

মাকতাবাতুল মাদীনা ঃ-

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net